১৪

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 19 DE ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪ ...

৫ মাস ধরে শিবিখার বরাদ্দ বন্ধ

গাইবান্ধার বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে গেছে

গাইবান্ধা প্রতিনিধি : চলতি অর্থবছরে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির কোনো খাদ্য বরাদ্দ না আসায় কর্মসূচির আওতাধীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি কমে যাচ্ছে। এতে করে সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা হতাশ হয়ে পড়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গত জুলাই থেকে শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির নির্ধারিত বরাদ্দ আসছে না।

জেলার সাত থানার ২০ ইউনিয়নের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত। বিদ্যালয়গুলোতে মোট ৪১ হাজার ১২৪ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। সদর থানার চার ইউনিয়নের ৫৪টি স্কুলের ৬ হাজার ৫৫৯ জন, সাদুল্যাপুর থানার দুই ইউনিয়নের ৩৭টি স্কুলের ৪ হাজার ২২৫ জন, সাঘাটা থানার দুই ইউনিয়নের ২৯টি স্কুলের ৪ হাজার ২০১ জন, পলাশবাড়ী থানার দুই ইউনিয়নের ৪৮টি স্কুলের ৬ হাজার ১ জন, সুন্দরগঞ্জ থানার ৪ ইউনিয়নের ৫১টি স্কুলের ৭ হাজার ৮২৩ জন, ফুলছড়ি থানার দুই ইউনিয়নের ২২টি স্কুলের ২ হাজার ৯০৬ জন এবং গোবিন্দগঞ্জ থানার ৪ ইউনিয়নের ৬০টি স্কুলের ৯ হাজার ৪০৯ জন ছাত্রছাত্রী এ কর্মসূচির সুবিধা ভোগ করে আসছে। যে অভিভাবকের একজন ছেলে বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে সে প্রতি মাসে ১৫ কেজি এবং দুইজন থাকলে ২০ কেজি খাদ্য পেয়ে থাকে। তবে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই শতকরা ৮৫ দিন স্কুলে উপস্থিত থাকতে হয়।

গত ৫ মাস ধরে নির্ধারিত বরাদ্দ না আসায় স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থী উপস্থিতির হার কমে গেছে। অনেকেই হতাশ হয়ে পড়েছেন। এ সম্পর্কে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার আনোয়ার আলী বলেন, কর্মসূচির আওতাধীন স্কুলগুলোতে প্রকৃতপক্ষেই ছাত্রছাত্রী উপস্থিতি বেড়েছিল। বর্তমানে তা কিছুটা কমেছে।